দৈনিক ইত্তেফাক

20 JUN 1997

তারিখ ... JUN-1997
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা বাড়িতেছে

জাহিদুজ্জামান ফারুক ॥ দেশের ৬২ হাজার ৭৮৬টি প্রাথমিক স্কুলে পূর্ববর্তী বছর (১৯৯৫-'৯৬) অপেক্ষা সমাপ্তপ্রায় অর্থ বছরে (১৯৯৬-৯৭) ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা আশানুরূপভাবে

(২য় পৃ: ৫-এর ক: দ্র:)

প্রাথমিক বিদ্যালয়

(১ম পৃঃ পর)

বৃদ্ধি পাইলেও ছাত্র ভর্তির সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। দেশে বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ৮২ লক্ষ ছাত্রছাত্রী দেশের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। যদিও এই সংখ্যক প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর শতকরা প্রায় অর্ধেক পঞ্চম শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই আর্থিক ও সাংসারিক চাপে বিদ্যালয় ছাড়িয়া চলিয়া যায়। তবে ১৯৯০ সনের জানুয়ারী মাস হইতে সারা দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক করার ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে স্কুলত্যাগী ছাত্র-ছাত্রীদের হার অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। দেশে সার্বিক মানব সম্পদ উন্নয়নে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমাপ্তপ্রায় অর্থ বছরের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটে মানব সম্পদ উন্নয়নে খাতে প্রায় ৬ হাজার ৫৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করায় শিক্ষখাতে যে গুণগত পরিবর্তন শুরু হইয়াছে উহারই ফলশ্রুতিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সচেতনতা বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়াও মনে করা হয়। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্রীদের মধ্যে যে আগ্রহ সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে আনুপাতিক হারে ছাত্রদের মধ্যে উহার প্রভাব বিস্তার করে নাই।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গবেষণা বিভাগের এক তথ্যানুযায়ী ১৯৯৬ সনে দেশে মোট প্রায় ১ কোটি ৭৭ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক স্কুলে প্রবেশ করে। ইহার মধ্যে ৯১ লক্ষ ৮০ হাজার এবং ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ছিল ৮৪ কোটি ৮০ লক্ষ। আমাদের দেশে সবসময়ই প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিবছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রী অপেক্ষা ছাত্র ভর্তির সংখ্যা ছিল বেশী। ১৯৯০ সনে দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ছিল ১ কোটি ২০ লক্ষ ৫০ হাজার সেখানে ছাত্রের সংখ্যা ৬৬ লক্ষ ৬০ হাজার এবং ছাত্রীর সংখ্যা ৫৩ লক্ষ ৯০ হাজার। বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রছাত্রীর ভর্তির সংখ্যায় ছাত্রের হার ছিল শতকরা ৫৩ দশমিক ৩ ভাগ এবং ছাত্রীর হার ছিল শতকরা ৪৪ দশমিক ৭ ভাগ। '৯৩ সনের পর হইতে '৯৬ পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তির হার '৯১ সনে শতকরা ৫৪ দশমিক ৭ ভাগ, '৯২ সনে শতকরা ৫৪ ভাগ, '৯৩ সনে ৫৩ দশমিক ৫ ভাগ, '৯৪ সনে ৫৩ ভাগ, '৯৫ সনে ৫২ দশমিক ৭ ভাগ এবং ৯৬ সনে ৫১ দশমিক ৮ ভাগে হ্রাস পায়। অপরদিকে ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে ৯১ সন হইতে শতকরা ৪৫ দশমিক ৩ ভাগ হইতে ৯৬ পর্যন্ত ৪৮ দশমিক ২ ভাগ হারে উন্নীত হয়।

১৯৯৭ বছরে একইভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তির সংখ্যার কোন পরিবর্তন না হইলেও ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা বাড়িয়াছে। ৯৬ সনে ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা যেখানে ছিল ৮৪ লক্ষ ৮০ হাজার সেখানে '৯৭ সনে উহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ৮৭ লক্ষ ৩০ হাজার।

উল্লেখ্য প্রাথমিক স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবেশ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের বিনামূল্যে খাদ্য (গম বা চাল) প্রদানের জন্য শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী জোরদার করে। '৯৬র জুন পর্যন্ত সারা দেশের ১২৩৪টি ইউনিয়নে ১৬ হাজার ১৫৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯ হাজার ৬০ লক্ষ পরিবারের প্রায় ২২ লক্ষ ছাত্রছাত্রী এই বিশেষ সাহায্য ভোগ করে। উল্লেখ্য ১৯৯৩ সনে এই প্রকল্প শুরু করা হয়। দেশে বর্তমানে যে ৬২ হাজার ৭৬৮টি প্রাইমারী স্কুল রহিয়াছে উহার মধ্যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭ হাজার ৭১০টি এবং বেসরকারী স্কুলের সংখ্যা ২৫ হাজার ৫৮।